গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আগস্ট/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ও এপিএ সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	মোঃ আঃ খালেক মল্লিক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২৭-০৯-২০২২, সকাল-১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	:	রেকর্ডেড

২.০ আলোচনা:

২.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় গত ২৯-০৮-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এপিএ পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য গতকাল এপিএ টিমের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধন প্রস্তাবসমূহ আরো যাচাই-বাছাই ও বাস্তবতার নিরিখে নির্ধারণের জন্য আজকের সভায় আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট ও যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) এপিএ'র প্রতিটি সূচকের এ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন প্রস্তাবের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর বক্তব্য আহ্বান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল বলেন যে, পেট্রোবাংলার সাথে টিজিটিডিসিএল এর এপিএ চুক্তিতে মাসিক ভিত্তিতে ৫৩০ এমএমসিএফডি গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে গ্যাসের স্বল্পতার কারণে যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে মাসিকভিত্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব নয়। তাই বাস্তবতার নিরিখে সূচকটি সংশোধন করা প্রয়োজন। সূচকটি পেট্রোবাংলার সাথে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর এপিএ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ বিষয়ে পেট্রোবাংলা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশোধন করতে পারে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, আগস্ট/২২ পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন হয়েছে ৬১ হাজার মেট্রিক টন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫৩ হাজার কয়লা উত্তোলিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আগামী জুন/২৩ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২.২। সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আগস্ট/২২ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, আগস্ট/২২ মাস পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাস (আইওসি) এর অর্জন ৮৯.৩৫৭ বিসিএফ ও উৎপাদিত গ্যাস (জাতীয় কোং) এর অর্জন ৫২.৩৮২ বিসিএফ। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, তেল/গ্যাসের উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপ খননের ৪টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ইতোমধ্যে জালালাবাদ-৪ ও সেমুতাং-৫ নামীয় ২টি কূপ খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি কূপ খনন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯টি মনিটরিং কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় ৯টি কমিটির মধ্যে ৮টি কমিটির জুলাই ও আগস্ট/২২ মাসের রিপোর্ট পাওয়া যায়। ১টি কমিটির রিপোর্ট দাখিলের জন্য সভায় তাগাদা দেয়া হয়। সভায় জানানো হয় যে, ২ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিএফএল বলেন যে, ৩ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রম বিয়ানীবাজারে সম্পাদন করা হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে ২ডি ও ৩ডি সিসমিক জরিপের কার্যক্রম সম্পাদনে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বাপেক্সের প্রতিনিধি জানান যে, জ্বালানি অনুসন্ধান কূপের ২টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শরীয়তপুর ও টগবী অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, পাথর উৎপাদন চালু করার লক্ষ্যে ইন্ডিয়া হতে এক্সপ্লোসিভ আমদানি করা হচ্ছে। শীঘ্রই আমদানিকৃত এক্সপ্লোসিভ দেশে পৌঁছাবে এবং পাথর উৎপাদন চালু হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী ৪ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর নির্ধারিত সময়ে বিপণন করা সম্ভব মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চলমান পাতা-২

২.৩। সভায় দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত এপিএ সংশোধন প্রস্তাব নিম্নরূপভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়:

এপিএ'র ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিদ্যমান লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা/ সংশোধনী	সভার পর্যালোচনা/মতামত
২.৩	পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর উৎপাদন	[১.৩.১] উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস	৩৬০ মি:লি	৩২০ মি.লি.	পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, আইওসি'র গ্যাসক্ষেত্রসমূহের কনডেনসেট-গ্যাস অনুপাত নিম্নমুখী এবং বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের Turbo Expander স্থাপন প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ ভাগ কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা ৩২৪ মি.লি. হিসেবে সংশোধনের জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।
২.৪	এলএনজি আমদানি	[২.৪.১] আমদানিকৃত এলএনজি	৪.২ এমটি	৩.৩	পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে স্পট মার্কেটে এলএনজি কার্গোর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয় বন্ধ রয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বর্ধিত এলএনজি কার্গো আমদানির সম্ভাবনা কম থাকায় লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটি বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনাক্রমে ৩.৪০ এমটি নির্ধারণের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।
৩.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন	[৩.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল	৭৮০০টি	৫,৮০০	সভায় জানানো হয় যে, বাজেট ব্যয় স্থগিত/হ্রাসকরণ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের গত ০৩-০৭-২০২২ তারিখের পরিপত্রে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত সূচকের বিপরীতে পেট্রোবাংলার প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ৫,৮০০ নির্ধারণের বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
৩.২	আবাসিক শ্রেণিতে প্রিপেইড মিটার স্থাপন	[৩.২.১] স্থাপিত প্রিপেইড মিটার	১৫,০০০টি	১৩,৫০০টি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ ভাগ কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রা ১৩,৫০০ নির্ধারণের জন্য সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
১.৬	বেজা/এসইজেড শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সংযোগের আবেদন ৩০ দিনে নিষ্পত্তিকরণ	[৫.৮.১] আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	১০০%	৩০ দিনের পরিবর্তে ৩০ কর্মদিবস নিষ্পত্তিকরণ হিসেবে পরিবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে	যৌক্তিক বিবেচনায় কার্যক্রমের শিরোনামে ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩০ কার্যদিবস হিসেবে সংশোধনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।
১.১	পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি	[১.১.১] পরিশোধিত তেল আমদানি	৪৬ লক্ষ মে. টন	৫০ লক্ষ মে. টন	বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, বিগত অর্থবছরে প্রকৃত অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সংশোধনীটি গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়।
২.১	পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন	[২.১.১] সারাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন	৫২ লক্ষ মে. টন	৬৫ লক্ষ মে. টন	বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, বিগত অর্থবছরে প্রকৃত অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সংশোধনীটি গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়।

চলমান পাতা-৩

এপিএ'র ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিদ্যমান লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা/ সংশোধনী	সভার পর্যালোচনা/মতামত
২.২	জ্বালানি তেল মনিটরিং	[২.২.১] ফিলিং স্টেশন ও এজেন্সীসমূহ পরিদর্শন	৩০০টি	৩৫০টি	বিপিসির প্রতিনিধি বলেন যে, জ্বালানি তেল মনিটরিং এর লক্ষ্যে ফিলিং স্টেশন ও এজেন্সীসমূহ পরিদর্শনের লক্ষ্যে ৩০০টির পরিবর্তে ১২০টি করার জন্য সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিপিসির প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রায় ৩৫০টি রাখা হয়েছে। বিষয়টি পর্যালোচনাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ ভাগ কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রা ২৭০ নির্ধারণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।
৩.১	পাইপলাইন নির্মাণ	[৩.১.১] চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ	১৭৫ কি.মি.	১০০ কি.মি.	বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫ কি.মি. এর পরিবর্তে ১০০ কি.মি. হিসেবে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক শতকরা ১০ ভাগ কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রা ১৫৭.৫ নির্ধারণের জন্য সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
		[৩.১.৩] ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইনের ট্যাপ অব পয়েন্ট হতে সৈয়দপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ	৩ কি.মি.	১ কি.মি.	বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইনের ট্যাপ অব পয়েন্ট হতে সৈয়দপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ৩কি.মি. এর পরিবর্তে ১ কি.মি. হিসেবে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন হতে শুরু করে পাইপলাইন আমদানি পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল প্রক্রিয়া। তাই এ অর্থবছরে পাইপলাইন নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হবে। এ প্রেক্ষিতে সূচকটির নাম "ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ" হিসেবে পরিবর্তনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা ১০ ভাগ কমিয়ে ২.৭ নির্ধারণের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

১.১	প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর	[১.১.১] লাইসেন্স মঞ্জুরকৃত	৮০%	"প্রাপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তি" নামে কার্যক্রম সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর "প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তি" নামে কার্যক্রম ও "লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তিকৃত" নামে সূচক সংশোধনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।
১.৩	২১ দিনের মধ্যে বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তি	[১.৩.১] ২১ দিনের মধ্যে লাইসেন্স মঞ্জুরকৃত	৮০%	"২১ কর্মদিবসের মধ্যে লাইসেন্সের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন নিষ্পত্তিকৃত" নামে কার্যক্রম সংশোধনের প্রস্তাব" করা হয়েছে	সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর "২১ কর্মদিবসের মধ্যে বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তিকৃত" নামে কার্যক্রম ও "২১ কর্মদিবসের মধ্যে লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তিকৃত" নামে সূচক সংশোধনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

২.৫। সভায় আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ৫টি কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা হয়। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের এ পর্যন্ত অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহের অগ্রগতি তাদের স্ব-স্ব সমন্বয় সভা/পিইসি/পিআইসি সভায় নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার বিষয়ে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের কর্মপরিকল্পনাসমূহের অগ্রগতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।

চলমান পাতা-৪

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	সভার ২.৩ অনুচ্ছেদের পর্যালোচনা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ সংশোধনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	এপিএ টিম/দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানী
৩.২	নির্ধারিত সময়ে ২ডি ও ৩ডি সিসমিক জরিপের কার্যক্রম সম্পাদনে বিশেষ নজর দিতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল/বাপেক্স
৩.৩	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কঠিন শিলা বিপণন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল
৩.৪	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহের অগ্রগতি তাদের স্ব-স্ব সমন্বয় সভা/পিইসি/পিআইসি সভায় নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী
৩.৫	তেল/গ্যাসের উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপ খননের আওতায় অবশিষ্ট ২টি কূপ খনন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল/বাপেক্স
৩.৬	২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত ৫টি কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।	এপিএ টিম/উপসচিব, প্রশাসন-১/ প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩/ বাজেট অধিশাখা ও আইসিটি শাখা এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৮/০৯/২০২২

(মোঃ আঃ খালেক মল্লিক)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ও
এপিএ টিম লিডার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ